যুগান্তর

তারিখ 13 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ছাত্র রাজনীতি থাকতেই হবে

ছাত্রদের রাজনীতি নয়

সাম্প্রতিককালে ফের ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার নিয়ে কথা উঠেছে। অবিভক্ত পাকিস্তান থেকে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে যারাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। আইয়ুব খান ছাত্র-জনতার আন্দোলন ক্ষমতা আঁচ করতে পেরে কিছুকালের জন্য ছাত্র রাজনীতি ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ করে রাখেন। পরবর্তী সময়ে তিনিই ক্ষমতার মসনদ টেকসই করতে কিছু ছাত্রকে নিয়ে গড়ে তোলেন কুখ্যাত এনএসএফ। এরশাদ সাহেব নিজ দলীয় ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছিলেন মহৎ উদ্দেশ্য থেকে নয়। তার ধারণা ছিল, অন্য দলগুলোও যদি তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তবে তিনি ছাত্রঐক্যের প্রতিরোধ থেকে রক্ষা পাবেন। বলা বাহুল্য, অন্যান্য রাজনৈতিক দলও যদি ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত করত তবে হয়তো এত দ্রুত স্বৈরাচারের পতন ঘটত না। এখনও এমন কোন কৌশল চলছে কিনা তা সময়-স্রোতেই প্রমাণ হবে।

দুটো 'দোষে' ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলা হচ্ছে— দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও শিক্ষাঙ্গনে তৎপরতা। এ দুটো অভিযোগই ভ্রান্ত, জটিল এবং ক্ষেত্র বিশেষে অজ্ঞতাপ্রসূত। প্রথমত, দলীয় লেজুড়বৃত্তি বলতে কি বোঝায়, তা এখনও পরিষ্কার নয়। সন্তান তার মাতৃ আদর্শ অনুসরণ করে নিজেকে গড়ে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে কি সন্তান তার মায়ের লেজুড়বৃত্তি করছে? একটি ছাত্র সংগঠন যদি তার মূল সংগঠনের আদর্শের অনুসরণ করে, তাকে কি লেজুড়বৃত্তি বলে হেয় করা উচিত হবে। গণতান্ত্রিক আদর্শে উজ্জীবিত রাজনীতে করতে গিয়ে লেজুড়বৃত্তির অপবাদ শোনার চেয়ে হতাশার বিষয় আর কিছু হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ছাত্র সংগঠনের ক্যাম্পাসভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিষয়টিও অসঙ্গত। যদি প্রকৃত ছাত্রদের ক্যাম্পাসভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হয় তবে তারা বাধ্য হয়ে নগর বা জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে রাজনীতি করবে। কিন্তু নগর কমিটি বা জেলা কমিটিতে অছাত্র বা ভুয়া ছাত্রদের স্থান করে নেয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে বলে রাজনীতির সুস্থ চর্চার সুযোগ সেখানে কম। তাছাড়া এ কথা তো অস্বীকার করা যাবে না যে, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেও ছাত্রদের অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন নাগরিকের রাজনীতি করার অধিকার হরণ করা যাবে না। তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ বা সীমিত করা হলে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন অনেক ছাত্রই তখন তার দলীয় মূল সংগঠন বা যুব সংগঠন করতে বাধ্য হবে। নেতৃত্বের বিকাশ পদ্ধতি হয়ে পড়বে সংকীর্ণ।

ছাত্র রাজনীতি শুদ্ধ বা সংস্কারের মহৎ চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটাতে হলে ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধ করে নয় বরং যে মৌলিক সমস্যাগুলো ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করার জন্য দায়ী সেই সমস্যাগুলোর উত্তরণের জন্য দিকনির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন। এমনি একটি মৌলিক সমস্যা হচ্ছে সঠিক নেতৃত্বের নির্বাচন। বিগত সময়গুলোতে ছাত্র রাজনীতির গুণগতমানের যে নিম্নগামিতা পরিলক্ষিত হয়েছে তার মূলে ছিল অসৎ ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাহীন নেতৃত্ব। অস্বীকার করা যাবে না দেশের সব গণতান্ত্রিক সংগ্রামে তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম সিদ্দিকী, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেননদের ভূমিকাকে তথা ছাত্র রাজনীতির গৌরবময় অতীতকে। এখনও হয়তো ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে এ ধরনের বা প্রায় সমমানসম্পন্ন নিভৃতচারী কর্মীর অস্তিত্ব আছে। তাই ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব নির্বাচনের সময় তাদের সামনের কাতারে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সঠিক নেতৃত্বই পারবে রাজনৈতিক আন্দোলন বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতির সঠিক গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করতে। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছাত্রদের রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার ও সংগঠনভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক মূল্যবোধের অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। ছাত্ররাই তো একদিন দেশ চালাবে, রাজনীতিও তাদেরই করতে হবে।

রুবাইয়াত রাকিব
ছাত্র রাজনীতিক, ঢাকা

আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা, স্বাধীন বাংলাদেশ এগুলো ছাত্র আন্দোলনেরই ফসল। তবে সে সময় ছাত্র সংগঠনগুলো কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন ছিল না। তাই তার সুফলও ছিল অনেক। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক ধারার পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৭৬ সালে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 'পলিটিক্যাল পার্টিজ ফ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেন। আর তখনই এই নতুন সমস্যার সূচনা হয়।

প্রচলিত কালচারের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, যে দল ক্ষমতায় থাকে সেই দলের ছাত্র সংগঠনের দখলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থাকে সেই দলের ছাত্র সংগঠনের একক আধিপত্য। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে টেন্ডার, এমনকি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করা, প্রক্সি, ভুয়া ভর্তি এমন সব ন্যক্কারজনক কাজেও ছাত্র সংগঠনগুলোর জড়িত থাকার খবর পত্রপত্রিকায় দেখা যায়। টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তি এবং দলীয় ছাত্রদের নিয়মবহির্ভূতভাবে হলে সিট প্রদান সাম্প্রতিককালের একটি আলোচিত বিষয়।

ছাত্র রাজনীতির কারণে সহোদরসুলভ পরিচয়ের চেয়ে দলীয় পরিচয়ই ক্যাম্পাসে মুখ্য। এতে শুধু ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কেরই অবনতি হয়নি, অবনতি হয়েছে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কেরও। এই যখন অবস্থা তখন বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে। দলীয় রাজনীতি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানকে প্রধান করে শিক্ষাবিদ কমিটি করা হয়েছে। তারা সরকারের কাছে সুপারিশও জমা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, ছাত্ররা রাজনীতি বা সংগঠন করতে পারবে, কোন বিশেষ আদর্শ লালন করতে পারবে, এতে সরকারের আপত্তি নেই। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি চলবে না। সরকারের এই সিদ্ধান্তে সাধারণ শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক এবং সুশীলসমাজের লোকেরা সন্তুষ্ট হলেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি কতিপয় স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী। বিরোধিতাকারী রাজনীতিকদের যদি ছাত্রদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তারা নিশ্চয় 'পড়াশোনার' কথা বলবেন। আজ আমাদের দেশে ছাত্র রাজনীতির যে অবস্থা তাতে কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশোনার পরিবেশ আছে? বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে? এর কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে না। তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই দলীয় ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করাই উচিত।

অ্যাডলফ হিটলার তার আত্মজীবনী মাইন ক্যাম্ফ গ্রন্থে লিখেছেন, তিরিশ বছর বয়স হওয়ার আগে কোন পুরুষের প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক ঘটনাতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

আমাদের দেশে যারা ছাত্ররাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে 'জীবন দর্শন' সম্পর্কে তারা কতটুকু সচেতন সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। একজন আদর্শ নাগরিকের গুণাবলী আত্মস্থ করার চেয়ে অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি আর টেন্ডারবাজির দিকেই তাদের মনোযোগ বেশি। একজন রাজনৈতিক দলের কর্মীর রাজনীতিক আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান যত গভীর হয় তার পক্ষে তত দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব। তুলনামূলক রাজনীতিতে রাজনৈতিক শিক্ষা বলে একটি কথা আছে। এর মাধ্যমে একজন মানুষ তার রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে যেমন গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারেন, তেমনি নিজেকে তৈরি করতে পারেন একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে। যে কালচারটি আমাদের দেশের রাজনৈতিক সব দলের মধ্যে অনুপস্থিত। উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে, ছাত্রজীবনে চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি কিংবা টেন্ডারবাজি নয়। ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং মনকে জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।

জাহিরুল ইসলাম
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়